



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৩
WEEKLY BOOKLET: 263



আমীরা আহলে সুন্নাতে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও
মুহাম্মদ হুসাইনের আন্তরিক কামসূচী রব্বী **عاشق برکة الخ** এর বিভিন্ন বাণী সম্বন্ধে আমরা

এখানে অংশ

আমীরা আহলে সুন্নাতে ১৬৩টি বাণী

উপস্থাপক
ডোঃ-মদীহুসুন্নাহ হুসাইন হুসাইন
(সি.এস.ই.সি.)
Islamic Research Center

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৬৩টি বাণী

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই “আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৬৩টি বাণী” পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সত্যিকার আশিকে রাসূল বানাও এবং দ্বীনি খেদমতের প্রবল আগ্রহ দান করো।
أَمِينِ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।

(মুসলিম, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯১২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

বর্তমান যুগের মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ঐ সকল মনিষীদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক অফুরন্ত জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা ধন্য করেছেন। তাঁর আলোচনা ও বাণী শুনে মানুষ সৎচরিত্রের অনুসারী হয় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার



অসংখ্য বরকত অর্জন করে, আসুন! আমরাও এই সকল বাণী শ্রবন করে নিজের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধির চেষ্টা করি।

আমীরে আহলে সূন্নাহের ১৬৩টি বাণী

(মাদানী মুযাকারা, ১৯ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৪০হিঃ এর বাণী)

﴿১﴾ মুমিনের সকল কাজ এমন হওয়া উচিৎ, যার মধ্যে আখিরাতের কল্যাণ থাকবে আর এমন কোন বিষয় যেনো না থাকে, যাতে আখিরাতের ক্ষতি হয়।

﴿২﴾ নিজের মাঝে দ্বিনি অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দ্বীন ইসলামের জন্য আগের বিভিন্ন ঘটনাবলী অধ্যয়ন করুন।

﴿৩﴾ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অপরকে ফাঁসানো উচিৎ নয়।

﴿৪﴾ যে আমাকে আমার ভুল দেখিয়ে দেয়, সে হলো আমার শুভাকাজী। (আমাদের সকলের এটাই মানসিকতা হওয়া উচিৎ।)

﴿৫﴾ নিজের মুখে নিজেকে আল্লামা বা আলিম বলানোর পরিবর্তে বিনয় অবলম্বন করা উচিৎ।

﴿৬﴾ একজন আলিম ও মুফতীরও ইহইয়াউল উলুম গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিৎ, إِنَّ شَاءَ اللهُ ফতোয়া প্রদানের প্রখরতা আসবে।





(মাদানী মুযাকারা, ২০ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৪০হিঃ এর বাণী)

﴿৭﴾ নামায তাড়াহুড়ো করে পড়ার পরিবর্তে তাজবীদ ও কিরাতের প্রতি খেয়াল রেখে জাহেরী ও বাতেনী আদবের সাথে পড়ুন।

﴿৮﴾ আযানের পর ব্যস একটিই কাজ, নামায, নামায ব্যস নামায।

﴿৯﴾ জ্ঞানীরা এটা ভাবুন যে, অশিক্ষিত মানুষকে কি আমার নিকৃষ্ট মনে হয় নাকি হয়না? আর আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় করুন যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল নয়তো।

﴿১০﴾ আমাদের বুয়ুর্গরা সাদা কাগজের আদব করেছেন, হায়! আমরাও নিজের কলম, কিতাবের যেনো আদব করি।

﴿১১﴾ যার নামাযে স্বাদ অনুভূত হয়, তার জন্য এরচেয়ে বড় আর কোন নেয়ামত নেই।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ এর বাণী)

﴿১২﴾ পরীক্ষা যত কঠিন হয়ে থাকে, সনদও ততই উত্তম পাওয়া যায়।





﴿১৩﴾ ডাক্তার একজনই হওয়া উচিত, কেননা এভাবে সে আমাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জেনে যায়। (অর্থাৎ কোন ঔষধ উপকারী হবে আর কোনটি নয়।)

﴿১৪﴾ আল্লাহ শপথ করেছেন এরূপ বলা বেয়াদবী, এরূপ বলা উচিত যে, আল্লাহ পাক শপথকে স্মরণ করেছেন।

﴿১৫﴾ যদি পরিবারের সদস্যরা দাঁড়ি রাখতে নিষেধ করে তবে নিজের উত্তম আচরণ ও অশ্রুর মাধ্যমে রাজি করুন, অসদচারনের কারণে অবস্থা আরো বিগড়ে যেতে পারে।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১হিঃ এর বাণী)

﴿১৬﴾ অত্যাচারী ও অত্যাচারের বয়স কম হয়ে থাকে।

﴿১৭﴾ যদি মজলুম থেকে ক্ষমা চাওয়া আজ কঠিন মনে হয় তবে আখিরাতের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

(মাদানী মুযাকারা, ২৯ শাওয়াল ১৪৪১ হিঃ, ২০ জুন ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿১৮﴾ টেক্সট মেসেজ, ভয়েস মেসেজ, ভিডিও ক্লিপ এবং স্মৃতিময় দৃশ্যাবলী ইত্যাদির সাথে তারিখ, মাস ও সন লিখে রাখা খুবই উপকারী আর এতে স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে।





﴿১৯﴾ আনন্দ লাভের জন্য সূর্যগ্রহণ (বা চন্দ্রগ্রহণ) এর ছবি তোলা ভালো নয়।

﴿২০﴾ টেনশন হাজারো রোগ সৃষ্টি করে।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ যুল কাদতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৭ জুন ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿২১﴾ নিজের ইচ্ছায় চিকিৎসা করার পরিবর্তে সর্বদা ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা উচিত।

﴿২২﴾ ঘরে মাদানী চ্যানেল চলতে থাকলে তবে আপনার সন্তানদের সংশোধনের উপলক্ষ্য হতে থাকবে।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

﴿২৩﴾ প্রত্যেকের শারিরিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে অতএব হাদীসে মুবারাকায় পরামর্শকৃত চিকিৎসা ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া ব্যতীত করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৩ যুল কাদতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ৪ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿২৪﴾ পিতামাতার উচিত, সর্বপ্রথম নিজের সন্তানকে দ্বীনের জরুরী বিষয় শিক্ষা দেয়া।

﴿২৫﴾ শিশুকাল থেকেই নিজের সন্তানকে লজ্জাশীলতার প্রশিক্ষণ দিন। মায়ের উচিত, (চলতে ফিরতে) মেয়ে শিশুকে টাইট পাজামা না পরানো।





﴿২৬﴾ স্বামী স্ত্রী এই চুক্তি (Pact) করে নিন যে, পরস্পরের মধ্যে হওয়া অসম্ভব সিন্ধু সিন্ধু নিজেদের পিতামাতা ইত্যাদিকে জানাবে না।

﴿২৭﴾ এমন প্রশ্ন করো না, যার ফলে সামনের ব্যক্তি কারো দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় বা গীবতের গুনাহে লিগু হয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ২০ যুল কাদতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ১১ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿২৮﴾ নতুন ঘরে সর্বপ্রথম কুরআনে পাক রাখা উত্তম কাজ।

﴿২৯﴾ নতুন ঘরে শিফট হওয়ার সময় কবরে শিফট হওয়াকে স্মরণ করুন।

﴿৩০﴾ অপারেশন করতে হলে কমপক্ষে দু'জন সার্জেনের সাথে পরামর্শ করে নেয়া উচিত।

﴿৩১﴾ পাঁচ ওয়াজু নামায নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ার মূল ওযীফা এই “অনুভূতি” যে, আমার প্রতিপালক আমার উপর নামায ফরয করেছেন।

﴿৩২﴾ এমন কাজ বা পদ্ধতি অবলম্বন করো না, যাতে লোক দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়।





﴿৩৩﴾ পশু জবাই করার সময় তামাশা করার পরিবর্তে পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করে নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত।

﴿৩৪﴾ রুহানী চিকিৎসায় “শক্তি” রয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ যুল কাদতিল হারাম ১৪৪১হিঃ,
২১ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৩৫﴾ বেশি কথা বলা, মানুষের সম্মানকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়।

﴿৩৬﴾ সাধারণভাবে সকলেরই “নিশুপ প্রকৃতির মানুষ” ভালো লাগে।

﴿৩৭﴾ অনেক সময় একটি গুনাহ “অনেক গুনাহ” করিয়ে থাকে।

﴿৩৮﴾ প্রত্যেক শিশুর জন্মের (Birth) সাথে বিদায়ের (অর্থাৎ মৃত্যুরও) ক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ১ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২২ জুলাই
২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৩৯﴾ ঋণ দুশ্চিন্তা নিয়ে আসে আর নিদ্রাহীন করে দেয়।

﴿৪০﴾ কুরবানির পশু এমন জায়গায় জবাই করুন, যেখানে কোন পথচলা ব্যক্তির বা বাহন চলাচলে কষ্ট না হয়।



﴿৪১﴾ দ্বীনদার লোকদের বেশি সতর্ক থাকা উচিত, কেননা সাদা কাপড়ের দাগ দূর থেকে দেখা যায়।

﴿৪২﴾ “ইয়া আল্লাহ” ৪৯বার পাঠ করে পশুর উপর ফুঁক দিন, **إِنَّ شَاءَ اللهُ** নয়র লাগা ও বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৩ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৪৩﴾ আমি এটাই চাই; যেন আমাদের সন্তানদের মানসিকতায় এটা বসে যাক যে, “মুহাম্মদ **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**” আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী।

﴿৪৪﴾ ঐ সকল কথা, যাদ্বারা গুনাহের দরজা খুলে, তা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬ হিঃ)

(মাদানী মুযাকারা, ৩ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৪ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৪৫﴾ আমার কাছে শিক্ষিত সেই, যে কমপক্ষে কুরআনে করীম বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে।

﴿৪৬﴾ যদি আলিমের ভুলে ভুল মাসআলা বর্ণনা হয়ে যায় তবে প্রতিকার (নিজের ভুল স্বীকার করে বিশুদ্ধ



মাসআলা বর্ণনা) করাতে লজ্জা করা উচিত নয়। (খোদাভীতি সম্পন্ন ওলামা এমনই করে থাকেন।)

﴿৪৭﴾ পশু জবাই করতে ও ছটফট করার সময় নিজের মৃত্যুর কষ্টের খেয়াল সৃষ্টি করা উচিত, যাতে আখিরাতের স্মরণ আসে।

﴿৪৮﴾ উর্দু ভাষা শিখা উচিত, কেননা আমাদের অসংখ্য দ্বীনি কিতাবাদী উর্দুভাষাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।

﴿৪৯﴾ বিপদে (অর্জিত হওয়া সাওয়াবের খুশিতে) মুচকী হাসা “উৎকর্ষময়” বিষয়।

﴿৫০﴾ মানুষ তো মানুষ, যদি “পশু”ও নম্র স্বভাবের হয় তবে ভালো লাগে।

﴿৫১﴾ শিশু হোক বা বড়, যাকে ভালবাসা দিবে তবে ভালবাসা পাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৫ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৫২﴾ যে সকল দৃশ্য দেখাতে না সাওয়াব রয়েছে, না গুনাহ, তা দেখারও কিয়ামতের দিন হিসাব হবে।

﴿৫৩﴾ এমন লোকের সংস্পর্শে বসা উচিত, যাঁদের আমলের পাশাপাশি আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গিও শতভাগ কুরআন ও হাদীস সম্মত হয়।





﴿৫৪﴾ এই যুগে আমার নিকট সুনীয়তের মানদণ্ড হলো “আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ”, যে এই কথা বলবে তার প্রতি চোখ বন্ধ।

(মাদানী মুযাকারা, ৫ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৬ জুলাই ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৫৫﴾ পশু জবাই করার সময় হওয়া কষ্টের তুলনায় মানুষের রুহ বের হওয়ার সময় অনেকগুণ বেশি কষ্ট হয়।

﴿৫৬﴾ অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হলেই তবে গুনাহে ভরা কথা থেকে বাঁচতে পারবে।

﴿৫৭﴾ যেই পশু আল্লাহর পথে কুরবানি করা হয়, সেটি খুবই “সৌভাগ্যবান” হয়ে থাকে।

﴿৫৮﴾ দ্বীনি শিক্ষার্থী ও ইসলামী বিষয় অধ্যয়নকারীর দ্বীনি কিতাব সম্ভব হলে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে কেনা উচিৎ, اِنْ شَاءَ اللَّهُ বরকত বৃদ্ধি পাবে।

﴿৫৯﴾ আল্লাহ পাক ও তাঁর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে যে উত্তম, প্রকৃত অর্থে সেই উত্তম।





(মাদানী মুযাকারা, ৭ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ২৮ জুলাই
২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৬০﴾ ছোট মনে হওয়া নেকীই জান্নাতে নিয়ে যাবে
আর ছোট মনে হওয়া একটি গুনাহই জাহান্নামে পৌঁছে দিবে।

﴿৬১﴾ অনেকসময় ছোট নেকী বড় নেকীর পর্যন্ত
পৌঁছে দেয়।

﴿৬২﴾ আফসোস! গুনাহ ও খারাপ কাজকে খারাপ
মনে করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ৩০ জুলাই
২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৬৩﴾ দাঁড়ি শরীফের সুন্নাত মন্দ চরিত্র ও
গালিগালাজ ইত্যাদি অনেক ধরনের খারাপ কাজ থেকে
বাঁচায়।

﴿৬৪﴾ শরীয়াত আপনার পেছনে চলবে না, (আপনি)
নিজেই শরীয়াতের পেছনে চলুন।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ৩১ জুলাই
২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৬৫﴾ মুসলমান বিবেক-বুদ্ধির নয় বরং দীন
ইসলামের অনুসারী।





﴿৬৬﴾ আমরা বিবেকের নই বরং আল্লাহ পাকের বান্দা।

﴿৬৭﴾ সেই বুদ্ধিমান, যার জ্ঞানে “দ্বীন” এসে যায়।

﴿৬৮﴾ ছাগল ম্যা ম্যা করে, তবেই তার উপর ছুরি চলে আর যখন বান্দা ম্যা ম্যা করে তখন সে মানুষের মধ্যে “অপমানিত” হয়।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ১ আগষ্ট ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৬৯﴾ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে নত হয়, সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

﴿৭০﴾ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তাঁর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যে লেগে থাকে, দুনিয়া তার খেদমতে লেগে থাকে।

﴿৭১﴾ যাদের ঘরে কুরবানি হয় না, সম্ভব হলে তাদেরকে (সর্ব) প্রথম “কুরবানির মাংস” দিন।

﴿৭২﴾ যদি কোন ভিক্ষুককে মাংস দেওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তবে তাকে ধমক না দিয়ে সুন্দরভাবে ক্ষমা চেয়ে নিন।

﴿৭৩﴾ দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করা আমাদের “উদ্দেশ্য” নয় বরং “প্রয়োজন”, আমাদের উদ্দেশ্য হলো “নেকীর দাওয়াত” প্রসার করা।



﴿৭৪﴾ কুরবানির চামড়া সংগ্রহ করার কারণে “জামাআত সহকারে নামায” ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়। চামড়া চলে গেলে চলে যাক, নামায যেনো কোন অবস্থায় না যায়।

﴿৭৫﴾ দুনিয়াবী সু-স্বাদু খাবারের লোভ করার পরিবর্তে জান্নাতের সু-স্বাদু খাবারের লোভ করুন।

﴿৭৬﴾ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হলো উম্মতের মধ্যে শুভাগমন করা “অমূল্য নেয়ামত”।

(মাদানী মুযাকারা, ১৮ যুলহিজ্জতিল হারাম ১৪৪১হিঃ, ৮ আগষ্ট ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৭৭﴾ খাবার যতই উন্নত হোক না কেন, তার সীমাতিরিক্ত পানাহার ক্ষতিকর।

﴿৭৮﴾ প্রবল ঝড় বা মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি দৃশ্য দেখে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

﴿৭৯﴾ ১৪ আগস্টের দিন হলো “শোকরানা দিবস” অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করার দিন, কেননা তিনি আমাদেরকে স্বাধীনতার নেয়ামত দান করেছেন।



(মাদানী মুযাকারা, ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২হিঃ,
১২ অক্টোবর ২০২০ইং এর বাণীসমগ্র)

﴿৮০﴾ আমাদের হাজারো ইবাদত আল্লাহ পাকের কোন একটি নেয়ামতের হাজারো অংশের কৃতজ্ঞতার হক আদায় করতে পারবে না।

﴿৮১﴾ উপকারীর উপকার সারা জীবন স্মরণে রাখা উচিত।

﴿৮২﴾ সম্মান দাও, সম্মান পাবে।

﴿৮৩﴾ বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তির “অন্তরে” প্রবেশ করা যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রজব ১৪৪২হিঃ, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং
এর বাণীসমগ্র)

﴿৮৪﴾ কবরস্থান হলো “শিক্ষার” স্থান।

﴿৮৫﴾ প্রত্যেক “নেককার” আল্লাহ পাকের অলী হয়না আর আল্লাহ পাকের সকল “অলী” অবশ্যই “নেককার” হয়ে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৩ রজব ১৪৪২হিঃ, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং
এর বাণীসমগ্র)

﴿৮৬﴾ বে নামাযী “নেককার” ব্যক্তি নয়।





﴿৮৭﴾ সন্তানকে “মোবাইল” থেকে দূরে রাখাতেই নিরাপত্তা।

(মাদানী মুযাকারা, ১৫ রজব ১৪৪২হিঃ, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং
এর বাণীসমগ্র)

﴿৮৮﴾ নিজের নেকী গোপন করা “উত্তম কাজ”।

﴿৮৯﴾ চেহারার সৌন্দর্য (নূর) “আল্লাহ পাকের ইবাদত” দ্বারা হয়ে থাকে।

﴿৯০﴾ যদি আপনি কাউকে বুঝাতে চান, তবে কৌশল গ্রহণ করুন, কেননা সংশোধন শুধুমাত্র এভাবেই সম্ভব, অন্যথায় আত্মসী পদ্ধতি জেদ সৃষ্টি করে।

﴿৯১﴾ সোশ্যাল মিডিয়ায় কাউকে বুঝানো, বুঝানো নয় বরং তাকে “অপদস্থ” করা।

.....

﴿৯২﴾ ইসলাম নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সুধারনা রাখার শিক্ষা দেয়। (মাদানী মুযাকারা, ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿৯৩﴾ আউলিয়াগণের ভালবাসা বৃদ্ধির একটি পদ্ধতি হলো যে, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ কারীদের সাহচর্য অবলম্বন করা।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)



❖৯৪❖ কোন ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ হয়ে যাওয়া এই বিষয়ের দলীল নয় যে, তার আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মর্যাদাও লাভ হয়ে গেছে। (মাদানী মুযাকারা, ২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

❖৯৫❖ যে বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তায় ধৈর্যধারণ করতে সফল হয়ে যায়, সে আল্লাহ পাকের রহমতের ছায়ায় এসে যায়। (আত্মহত্যার প্রতিকার, ২০ পৃষ্ঠা)

❖৯৬❖ অন্যের পরিণতি দেখে নিজের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল খুঁজে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

(মাদানী মুযাকারা, ২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

❖৯৭❖ অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ হলো আল্লাহর যিকির ব্যতীত অত্যধিক কথা বলাও।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ মুহাররামুল হারাম, ১৪৩৬হিঃ)

❖৯৮❖ বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَرِّينِ ঘটনাবলী শুনে শুধু বলবেন না বরং তাঁদের জীবনের উপর আমল করার চেষ্টাও করুন। (মাদানী মুযাকারা, ৫ জুমাদিউল উখরা ১৪৩৮হিঃ)

❖৯৯❖ যমযমের পানির একটি ফোঁটা, পানি পূর্ণ পাত্রে ঢেলে দেয়া হলো, তবে তা বরকতের জন্য যথেষ্ট।

(মাদানী মুযাকারা, ২০ জুমাদিউল উলা ১৪৩৮হিঃ)

❖১০০❖ নিজের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, কেননা যে নিজে নেককার হয়, সে অপরের ব্যাপারেও সু-ধারণা রাখে আর যে নিজে খারাপ, তার অন্যরাও খারাপ মনে হয়।

(শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার, ৩৫ পৃষ্ঠা)



﴿১০১﴾ ভালো নিয়্যতে ক্ষমা করা সাওয়াবের কাজ, ক্ষমা করার একটি দুনিয়াবী উপকারীতা এটাও হতে পারে যে, যাকে ক্ষমা করা হলো তার অন্তর থেকে ক্ষমাকারীর ক্ষোভ ও বিদ্বেষ (শত্রুতা) বের হয়ে গেলো ।

(মাদানী মুযাকারা, ২১ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১০২﴾ নিজের সন্তানের সামনে এই নিয়্যতে আল্লাহ আল্লাহ করণন, যেনো সেও আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারী হয়ে যায় । (মাদানী মুযাকারা, ১৪ জুমাদিউল উলা ১৪৩৮হিঃ)

﴿১০৩﴾ নামাযে পোশাক উন্নত থেকে উন্নতমানের হওয়া উচিত । (মাদানী মুযাকারা, ৭ জুমাদিউল উলা ১৪৩৮হিঃ)

﴿১০৪﴾ আপনার একটি মুচকী হাসি কারো বংশকে সুসজ্জিত করে দিতে পারে আর আপনার একবার মুখ ফিরিয়ে নেয়া কারো বংশকে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে । (মাদানী মুযাকারা, ১১ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১০৫﴾ সবার সাথে স্নেহ ও সদাচরণ করলে তবে মানুষ আপনাকে ভালবাসবে । ভালবাসা দাও, ভালবাসা নাও, ঘৃণা করলে তবে ঘৃণা পাবে । (মাদানী মুযাকারা, ১৭ রবিউল আখির, ১৪৩৮ হিঃ)

﴿১০৬﴾ সময় হলো ঐ অমূল্য হীরা, যা একবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আবার পাওয়া যাবে না আর সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তবে আবার পাওয়া যেতে পারে ।

(মাদানী মুযাকারা, ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)





﴿১০৭﴾ সম্পদ লুন্টনকারী হলো চোর আর এর থেকে বাঁচার অনেক মাধ্যম রয়েছে, কেননা তা দেখা যায় আর নেকী লুন্টনকারী হলো শয়তান এবং তাকে দেখা যায়না অতএব তার কাছ থেকে নেকী বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে। (মাদানী মুযাকারা, ১লা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১০৮﴾ যেই জিনিসের সম্পর্ক হারামাঈন তায়িব্বাঈন (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা) এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনের সাথে হয়ে যায়, শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে এর অত্যধিক আদব করণ।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১০৯﴾ আমি শিক্ষার্থীদের মাঝে ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি প্রবল আগ্রহের পাশাপাশি দ্বীনি কাজের প্রতি প্রবল আগ্রহী হিসেবেও দেখতে চাই।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১১০﴾ গুনাহ সম্পাদনকারীর গুনাহ ঘৃণার যোগ্য কিন্তু সে নিজে সমবেদনার যোগ্য আর তাকে বুঝানো জরুরী। (মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১১১﴾ মৃত্যুকে স্মরণ করার জন্য এমন কোন জায়গায় “আল মউত” লিখে রাখুন, যার উপর দৃষ্টি পড়তে থাকে। (মাদানী মুযাকারা, ৭ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৮হিঃ)





﴿১১২﴾ নিজের মাঝে সহনশীলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন, কেননা যখনই আপনার স্বভাব বিরুদ্ধ কোন কিছু হলো তখন আপনি রাগকে কন্ট্রোল করে ধৈর্যধারণ করতে সফল হয়ে যাবেন। (মাদানী মুযাকারা, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১১৩﴾ হরকতেই (অর্থাৎ নড়াচড়াতেই) বরকত রয়েছে, কেননা যেই পানি প্রবাহিত থাকে তা সতেজ থাকে আর যা আবদ্ধ থাকে তা খারাপ হয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১১৪﴾ ছেলে আলিম আর পিতা আলিম নয়, তবুও ছেলের উপর পিতার সম্মান আবশ্যিক, সম্মান করলেই উভয় জগতে সৌভাগ্য নসীব হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

(মাদানী মুযাকারা, ১১ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১১৫﴾ পাগড়ী শরীফ পরিধানকারী এর বরকতে গুনাহ থেকে বিরত থাকে আর তার আচরণে সৌন্দর্য এসে যায়। (মাদানী মুযাকারা, ২১ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৬হিঃ)

﴿১১৬﴾ এমন মহল্লায় বাড়ি নেয়া উচিত, যেখানে মসজিদে গেয়ারভী ও বারভী শরীফ উদযাপনকারী থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ২ রবিউল আখির ১৪৩৭ হিঃ)

﴿১১৭﴾ আপনি মুস্তফার দরবারের কয়েদী হয়ে যান, তবে বিনা সম্পদে ধনী হয়ে যাবেন আর **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** মনের প্রশান্তির দৌলতও নসীব হবে। (মাদানী মুযাকারা, ৩ রবিউল আখির ১৪৩৬হিঃ)



❖১১৮❖ ইলমে দ্বীন হলো অমূল্য ভান্ডার, অধ্যয়নের মাধ্যমেও হাতে আসে। (মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

❖১১৯❖ যার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেনো তার দরিদ্র আত্মীয় বা এতিম শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব নেয় আর তাদের সাহায্য এভাবে করে যে, তারাও যেনো না জানে যে, আমাদের সাহায্যকারী কে। (মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬হিঃ)

❖১২০❖ সম্পদশালীর নিকট সাধারণত ইলমে দ্বীন কম হয়ে থাকে, সম্ভবত তাই সে গরীবদেরকে নিকৃষ্ট মনে করতে থাকে। (মাদানী মুযাকারা, ২৩ রবিউল আখির ১৪৩৮হিঃ)

❖১২১❖ মিসওয়াককে বেয়াদবী থেকে বাঁচিয়ে এর সম্মান করুন, কেননা এটি সুন্নাত আদায় করার বস্তু।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

❖১২২❖ বাতিনকে আলোকিত করার জন্য সত্যিকার তাওবা করে নিন। (মাদানী মুযাকারা, ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬হিঃ)

❖১২৩❖ মারকাযি মজলিশে শূরা (এর আরাফিন) হলো দা'ওয়াতে ইসলামীর মা-বাবা, তাদের প্রতি অহেতুক আপত্তি করার পরিবর্তে তাদের সাথে মিলে দ্বীনের কাজ করা উচিত। (মাদানী মুযাকারা, ৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭হিঃ)

❖১২৪❖ যে ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ রাখে, তার প্রতি আমার অফুরন্ত ভালবাসা রয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউল আখির ১৪৩৬হিঃ)



﴿১২৫﴾ আল্লাহ পাকের পথে সম্পদ ব্যয় করা, নফসের জন্য অনেক বড় বোঝা হয়ে থাকে, তাই যখনই আল্লাহর পথে খরচ করার নিয়্যত করবেন, সাথেসাথেই দিয়ে দিন, কেননা কলব (মন) মুনকালিব (পরিবর্তন) হতে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭হিঃ)

﴿১২৬﴾ আলিমে দ্বীন সাধারণত সাদাসিধে হয়, কিন্তু ইলমের কারণে সাধারণ মানুষের চেয়ে উন্নত ও উত্তম মনিষী হয়ে থাকে। (মাদানী মুযাকারা, ১২ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)

﴿১২৭﴾ আত্মসম্মানবোধ এবং ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টিতার কারণে সম্মান বৃদ্ধি পায়। (মাদানী মুযাকারা, ৩ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)

﴿১২৮﴾ খাবারে লবণ পরিমাণ মতো ব্যবহার করা উচিত, কেননা এর অতিরিক্ত ব্যবহার যকৃতকে বিকল করে দিতে পারে। (মাদানী মুযাকারা, ২১ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৭হিঃ)

﴿১২৯﴾ আমাদের সাথে কেউ উত্তম আচরণ করুক বা না করুক, আমাদের সকলের সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত। (মাদানী মুযাকারা, ১২ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩০﴾ বৃদ্ধিমানের সফলতা এটাই, যে নিজের জ্ঞানকে আল্লাহ পাক ও রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যে ব্যবহার করলো।





﴿১৩১﴾ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করণ, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আপনি সবার নয়নের মনি হয়ে যাবেন ।

(মাদানী মুযাকারা, ২০ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩২﴾ ইসলামী বোনেরা যখন বাপের বাড়ি যাবে তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নিয়্যত করে নিন এবং বাপের বাড়ি গিয়ে শশুড় বাড়ির দোষ ত্রুটি বা শশুড় বাড়ি এসে বাপের বাড়ির গুণাগুণ বর্ণনা করবেন না, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ঘর শান্তির নীড়ে পরিনত হবে । (মাদানী মুযাকারা, ২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩৩﴾ ঘরে হিং (একটি গাছের আঠা Asafoetida) রাখলে পিঁপড়া পালিয়ে যায় ।

(মাদানী মুযাকারা, ২ যিলকাদাতিল হারাম ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩৪﴾ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকা উচিৎ, কেননা গুনাহ ছোট হোক বা বড়, তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে ।

(মাদানী মুযাকারা, ১৬ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩৫﴾ দুনিয়াবী ধন-সম্পদ কম হওয়াতে আফসোস করার পরিবর্তে নেকী কম হওয়াতে আফসোস করণ ।

(মাদানী মুযাকারা, ২৯ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩৬﴾ ভুল স্বীকার করাতে সম্মান কমে না, বরং বৃদ্ধি পায় । (মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)



﴿১৩৭﴾ কাউকে বুঝানোও একটি আর্ট, যদি বুঝাতে পারেন তবে একাকী ভাবে বুঝান, কেননা এটি অধিক উপকারী। (মাদানী মুযাকারা, ২৭ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৩৮﴾ মুসলমান প্রত্যেকটি কাজ শরীয়াত অনুযায়ী করতে বাধ্য। (মাদানী মুযাকারা, ৬ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৫হিঃ)

﴿১৩৯﴾ যতক্ষণ আমরা কথা বলবো না, ততক্ষণ তা আমাদের, যখন মুখ থেকে বের হয়ে গেলো তখন তা অপরের হয়ে গেলো, সে যা ইচ্ছা করবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৩ ফিলকাদাতিল হারাম ১৪৩৫হিঃ)

﴿১৪০﴾ প্রত্যেকের উচিৎ, অপরের কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়া থেকে বাঁচুন, যদি এই (না চাওয়ার) অভ্যাস পরিপক্ব হয়ে যায় তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** অসংখ্য দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জিত হবে। (মাদানী মুযাকারা, ২০ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪১﴾ পেট ভরে খাবার খাওয়া গুনাহ নয়, তবে বেশি খাওয়া ব্যক্তির নফস গুনাহের দিকে বেশি ধাবিত হতে পারে। (মাদানী মুযাকারা, ১৬ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪২﴾ শরয়ী ব্যাপারাদীতে নিজের অনুমানে কোন জিনিস জায়িয় বা নাজায়িয় হওয়ার হুকুম লাগানো উচিৎ নয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৩﴾ বড় ভাই বোন বড় অযথা বাড়াবাড়ি করলে তবুও ছোট বোন ভাইয়ের তাদের সম্মান করা উচিৎ, তবে



বড়দের উচিৎ, সে যেনো ছোটদের ভালবাসে, নম্রতা প্রদর্শন করে আর স্নেহভরা আচরণ করে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৪﴾ কোন ব্যক্তি আমাদের ব্যাপারে খারাপ কথা বললে তবে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা কারো সামনে **مَعَادَ اللَّهِ** তার খারাপ দিক বর্ণনা করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণ করণ বরং তাকে উপহার প্রদান করণ, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ভালো ফলাফল সামনে আসবে। (মাদানী মুযাকারা, ১৪ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৫﴾ গর্ব ও অহঙ্কার রাগে আরো কঠোরতা সৃষ্টি করে আর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় বাঁধা দেয়।

(মাদানী মুযাকারা, ১৯ রবিউল আখির ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৬﴾ খোদাভীতিতে প্রবাহিত হওয়া অশ্রু অন্তরের কঠোরতার কারণে শুকিয়ে যায় আর হৃদয় গুনাহের আধিক্যের কারণে পাষণ হয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ১০ জুমাদিউল উলা ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৭﴾ টক বস্তু (বেশি) খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ, কেননা এতে কফ সৃষ্টি হয় আর কফ স্মরণ শক্তি দুর্বল করে। (মাদানী মুযাকারা, ২ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৪৮﴾ বিচক্ষণতার চাহিদা হলো যে, মোবাইল ফোনে সন্তানের মা বা অন্যান্য মুহরিম মহিলার ছবি কখনোই রাখবেন না, কেননা মোবাইল হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হতে





পারে এবং এতে পরিবারের ছবি ইত্যাদি পরপুরুষের নিকট চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৬ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৮হিঃ)

﴿১৪৯﴾ যখন মাংস রান্না করবে তখন এতে লাউ শরীফ, শালগম, আলু বা অন্য কোন সবজি সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নিন, এতে মাংসের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায়।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১৫০﴾ বুয়ুর্গীর সম্পর্ক ইলম ও জ্ঞানের সাথে হয়ে থাকে, যৌবন ও বার্ধক্যের সাথে নয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৫১﴾ কারো উত্তম আকীদা ও উত্তম আমলের তৌফিক হওয়া, এই বিষয়ের নিদর্শন যে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন। (মাদানী মুযাকারা, ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১৫২﴾ গমের সাথে জবের আটা মিশিয়ে রান্না করুন, তবে রুটি মধ্যম প্রভাবের হয়ে যাবে, কেননা জবের প্রভাব ঠান্ডা এবং গমের প্রভাব গরম হয়ে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮হিঃ)

﴿১৫৩﴾ আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য শরীয়াতের সীমায় থেকে স্বামীকে খুশি করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। (মাদানী মুযাকারা, ১৫ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৭হিঃ)



﴿১৫৪﴾ সন্তানের উচিৎ, পিতামাতার চিকিৎসা নিজের পেট কেটে (অর্থাৎ খেয়ে না খেয়ে এবং কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করে) হলেও করাতে হলেও করান।

(মাদানী মুযাকারা, ২১ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১৫৫﴾ খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় কান্না করাও আল্লাহ পাকের একটি নেয়ামত, যার খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফায় কান্না আসে না তার (রিয়াকারী থেকে বিরত হয়ে) কষ্ট করেও কান্না করার চেষ্টা করা উচিৎ।

(মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৩৯হিঃ)

﴿১৫৬﴾ যেকোন শরীয়াত সম্মত পীরের নিকট দুনিয়াবী কাজের জন্য বাইয়াত হবেন না বরং নফস ও অন্তরের সংশোধন, নেক আমলের আধিক্যের তৌফিক, ঈমানের নিরাপত্তা ও দ্বীনের উপর অটলতা পাওয়ার জন্য (বাইয়াত) হোন। (মাদানী মুযাকারা, ২২ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯হিঃ)

﴿১৫৭﴾ মাতৃভূমি আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত, এর গঠনে আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করা উচিৎ। হায়! আমাদের দেশ যেনো সত্যিকার অর্থে ইসলামের দুর্গ হয়ে যায়। (মাদানী মুযাকারা, ১৭ রমযানুল মুবারক ১৪৩৭হিঃ)

﴿১৫৮﴾ রঙ কথায় কম আর সাহচর্যে বেশি ছড়ায়, অতএব ভালোদের সাহচর্য অবলম্বন করুন।

(মাদানী মুযাকারা, ২৫ যিলহিজ্জাতুল হারাম ১৪৩৫হিঃ)



﴿১৫৯﴾ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, কমপক্ষে নিজের একজন ছেলে ও মেয়েকে আলিম ও আলিমা অবশ্যই বানানো। (মাদানী মুযাকারা, ১০ মুহাররামুল হারাম ১৪৩৬হিঃ)

﴿১৬০﴾ এটা খুবই কঠিন যে, বান্দার নিকট সম্পদ আছে আর অন্তরে এর ভালবাসা নেই, অতএব এটা বলবে না যে, আমার মনে সম্পদের ভালবাসা নেই, যদি এটি সত্য হয় তবে রিয়ায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যদি এটা সঠিক না হয় (অর্থাৎ অন্তরে সম্পদের ভালবাসা থাকে) তবে মিথ্যা হয়ে যাবে। (মাদানী মুযাকারা, ২৯ সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯হিঃ)

﴿১৬১﴾ যে ধমকায়, মানুষ তার কাছ থেকে পালিয়ে থাকে আর দূরে সরে যায় এবং যে ভালবাসা দেয়, মানুষ তাকে খুঁজে এবং তার নৈকটে আসে।

(মাদানী মুযাকারা, ১লা রবিউল আউয়াল ১৪৩৯হিঃ)

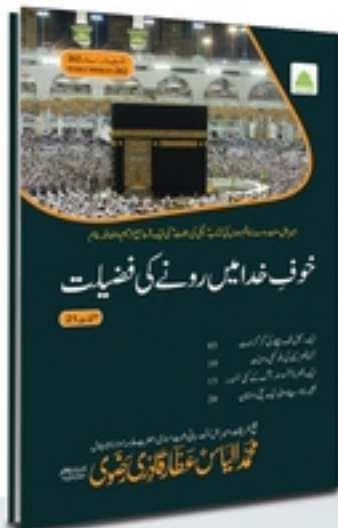
﴿১৬২﴾ চলতে ফিরতে বা শুয়ে অথবা এমন যেনো কোন অবস্থায় যাকে চোখে জোর পড়ে, অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা এতে দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (মাদানী মুযাকারা, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯হিঃ)

﴿১৬৩﴾ পিতামাতার উচিত, সন্তানের বিবাহের পূর্বে তাদের সম্ভ্রষ্টির ব্যাপারে অবশ্যই জেনে নেয়া, অন্যথায় বিবাহের পর ঘর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯হিঃ)



আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১০২ আমরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সাজেনাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৩৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১০২ আমরকিয়া, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১০৪৫৪০৩৫৮৯

কাশেরীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৩১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dwateidami.net, Web: www.dwateidami.net